1 AUG 1993

উত্তপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ অবরুদ্ধ স্বপ্ন

বাবুল আনোয়ার

প্রফেসর মকবুল হোসেনের নিয়োগ যেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক সমাজকে আহত করেছে তেমনি বিস্মিত করেছেস্বাধীনতা যুদ্ধের মহান চেতনায় উজ্জীবিত সচেতন দেশবাসীকেও। স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী লক্ষ লক্ষ শহীদের পবিত্র আত্মা এতে কষ্ট পাবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আবার মারাত্মক বিস্ফোরণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সেখানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে পারে, থেমে যেতে পারে তারুণ্যদীপ্ত তরতাজা কতিপয় প্রাণের স্পন্দন। গত ৬ ফেব্রুয়ারী ভয়াবহ ছাত্র সংঘর্ষের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়। সে দিনকার নজীরবিহীন ছাত্র সংঘর্ষে ৫ জন ছাত্রের ঘটে অকাল মৃত্যু, আহত হয় শতাধিক। ৪টি ছাত্রাবাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম অচলাবস্থা চলে আসছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় সুন্দর জীবনের পথে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার অন্ধকার। কিন্তু আর কতো? আর কতোদিন এরকম শংকা আর অনিশ্চিয়তায় কাটবে? যে ছাত্রটি স্বপ্ন দেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে দ্রুত কর্মজীবনে প্রবেশ করবে অভাবগ্রস্ত সংসারের হাল ধরবে, সংসারের ক্ষীণ অলি গলিতে জাগাবে ভোর- তার সে প্রত্যাশা সেই হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বরিদ্যালয়ের উত্তপ্ত করিডোরে। যে জননী বসে থাকে ছেলে ফিরবে বলে প্রতীক্ষায় সজল প্রহরে, সেই ছেলে যখন লাশ হয়ে ফিরে তখন চোখের জল শুকিয়ে যে বুক হয় শোকার্ত পাথর সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাতে পরিবারের সবচেয়ে মেধাবী সম্ভাবনা বহু। ছেলে বা মেয়েটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। তার জীবনের সাথে পরিবারের অনেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে থাকে নিবিড়ভাবে। তাই একটি স্বপ্নের মৃত্যুতে আরো অনেক স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে। একটি জীবন পথ হারালে পথ হারায় অপরাপর অনেক জীবন। সেই বোধ-সচেতনতা সরকারের আছে বলে আমরা মনে করি। স্বৈরাচার বিরোধী ৯ বছরের সকল আন্দোলন শেষে বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন। বিএনপি'র পাশাপাশি অপরাপর রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, সাংসদ শিল্পী-সাহিত্যিকরাও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সমান্তরাল ভূমিকা রেখেছে সে কথা ভুললে চলবে না। তাই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মূল সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনার নৈতিক দায়িত্ব যে প্রধানত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বাধীনতা বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির নানা রকম তান্ডবলীলায় ব্যস্ত। তাদের সমগ্র ক্যাডারদের মুখে অসহায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী। তাই স্বাধীনতাপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা নিয়ত তাদের হামলার শিকার। পবিত্র ধর্মের নামে অধর্মের চর্চা তাদের মজ্জাগত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অপশক্তির তৎপরতা দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর।

এর পাশাপাশি সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়টি নিয়ে ছাত্র শিক্ষক অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে, ইচ্ছে করলেই সরকার তার সুরাহা করতে পারেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলসহ ৮ দলীয় ছাত্রঐক্য ৮ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি প্রোভিসি এ সংকটের জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর প্রফেসর মকবুল হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করলে সেখানকার পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রফেসর মকবুল হোসেনের নিয়োগ যেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক সমাজকে আহত করেছে তেমনি বিস্মিত করেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান চেতনায় উজ্জীবিত সচেতন দেশবাসীকেও। স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী লক্ষ লক্ষ শহীদের পবিত্র আত্মা এতে কষ্ট পাবে। প্রফেসর মকবুল হোসেন স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী হানাদার বাহিনীর একজন চিহ্নিত দোসর। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কোষাধ্যক্ষ পদ হতে প্রফেসর মকবুল হোসেনের অপসারণ সহ-স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের তৎপরতা বন্ধে উদ্যোগ প্রয়োজন। ক্ষমতাসীন বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলসহ সেখানকার অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষক সমাজের তা প্রাণের দাবি। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন স্বপ্নের মুকুল যেন শুকিয়ে না যায় সরকার সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে দেশবাসী তা প্রত্যাশা করেন। কেননা আগামী দিনের কর্ণধার শিক্ষার্থীদের স্বপ্নে জেগে আছে আগামী দিনের দেশ ও জাতির স্বপ্ন।

বাবুল আনোয়ার ঃ কবি, কলাম লেখক।